যীশুর উদাত্ত আহ্বান

হে শ্রমক্লান্ত পরিশ্রান্ত, ভারাক্রান্ত মানুষ আমার কাছে এস, আমি দেব তোমাদের বিশ্রাম। আমার জোয়াল তোমরা কাঁধে তুলে নাও, আমার কাছেই শিক্ষা নাও, কারণ আমি নম্র ও বিনীত। তাহলে তোমরা স্বস্তি পাবে জীবনে। আমার জোয়াল সুবহ, আমার দেওয়া ভারও লঘু।

(মথি ১১ ঃ ২৮-৩০)

যীশু আরও বলেছেন

তোমাদের জন্য আমি রেখে গেলাম শান্তি। আমার শান্তি আমি তোমাদের দিচ্ছি। সংসার যে শান্তি দেয় আমার এ দান তার মত নয়, শান্ত কর তোমাদের উদ্বিগ্ন হৃদয়, দূর কর তোমাদের ভয়ব্যাকুলতা।

আমারই মাঝে তোমরা শান্তিলাভ করবে, এইজন্যই এমন কথা আমি তোমাদের বললাম। জগত তোমাদের যন্ত্রণা দেবে কিন্তু সাহস কর আমিই বিজয়ী, আমিই জয় করেছি এই জগতকে। (যোহন ১৪ ঃ ২৭; ১৬ ঃ ৩৩)

যদি শান্তি পেতে চান আসুন তাঁর চরণে--সমর্পণ করুন নিজেকে একথা মনে রেখে যে তিনিই আমাদের পাপভার তুলে নিয়েছেন নিজের স্কন্ধে।

আপনি কি শান্তিরাজ সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে চান ? আনন্দের সঙ্গে আপনাকে একটি পুস্তিকা পাঠাব যা আপনার পকেটে সহজে রাখা যাবে। নীচের ঠিকানায় লিখুন।

THE BIBLE SOCIETY OF INDIA
KOLKATA AUXILIARY
23 JAWAHARAL NEHRU ROAD
KOLKATA - 700 087

Published by: **THE BIBLE SOCIETY OF INDIA**
PEACE - Bengali
50K 0841/2015/70M ISBN 81-221-0524-6

আজকের জগতে, সমাজের প্রতিটি স্তরে পরিলক্ষিত হচ্ছে অশান্তির আগুন–শান্তির লেশমাত্র নেই। সকলেই শান্তির জন্য লালায়িত, কিন্তু কজন তা পায়?

যীশু বলেছেন–

তোমরা বহু যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের বিষয়ে নানা গুজব শুনতে পাবে। এতে তোমরা উদ্বিগ্ন হয়ো না। এ সব ঘটনা অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনও যুগের অবসান বুঝায় না। এক জাতির বিরুদ্ধে অন্য জাতির, এক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হবে এবং বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প দেখা দেবে। (মথি ২৪ ঃ ৬-৭)

জেনো, অন্তিম যুগে দারুণ দুঃসময় ঘনাবে। কারণ মানুষ হয়ে উঠবে স্বার্থপর, অর্থলোভী, দাম্ভিক, উদ্ধত, কুৎসাপরায়ণ, পিতামাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অশালীন, নির্মম, আপোষবিরোধী, অপবাদদানকারী, অসংযমী, নিষ্ঠুর। ভাল সব কিছুকেই তারা ঘৃণা করবে। তারা হবে বিশ্বাসঘাতক, বেপরোয়া, গর্বান্ধ। ঈশ্বরের চেয়ে তারা ভোগবিলাসকেই ভালবাসবে। (২ তিমথিয় ৩ঃ ১-৪)

(প্রায় ২০০০ বছর আগে সাধু পৌলে এই কথাগুলি বলেছেন কিন্তু আজকেও এগুলি সত্য–তাই না?)

কেন এই অবস্হা?

পবিত্র বাইবেল বলে, মানুষের শান্তি নেই কারণ সে ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত।

ঈশ্বর, সদাপ্রভু এমন বধির নন যে আমাদের কাতর আবেদন শোনেন না বা এত নিষ্ঠুরও নন যে আমাদের উদ্ধার করেন না। তোমাদের পাপ সকল ঈশ্বরের সঙ্গে তোমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে এবং তাই তিনি তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেন না। তুমি মিথ্যাবাদী, হিংসাপরায়ণ এবং হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তুমি বিচারালয়ে যাও কিন্তু সুবিচার পাও না, কেননা মিথ্যা ও অসত্যকে আশ্রয় করে জয়ী হতে চাও। তোমার সবকিছু পরিকল্পনাই হচ্ছে অন্যকে আঘাত করা।

তোমার দুষ্কর্মের পরিকল্পনাগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ত্বারিন্বত করার চেষ্টা কর। নির্দোষের রক্তপাত ঘটাতে একবারও দ্বিধা কর না। যে পথ দিয়ে যাও পিছনে ফেলে রাখ ধ্বংস ও বিনাশের চিহ্ন। তোমার উপস্হিতি অন্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। তোমার সব কাজ অন্যায় ও অবিচারে পরপূর্ণ, বাঁকা পথে চলতে ভালবাস এবং যে কেউ সে পথে চলে সে বিপদে পড়ে।

কোথায় শান্তি খুঁজে পাব?

যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার বহু বৎসর পূর্বেই তাঁর সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত ভবিষ্যৎবাণী হয়েছিলঃ

একটি শিশু আমাদের জন্য জন্মেছেন, একটি পুত্র আমাদের দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর উপর সমস্ত কর্তৃত্বভার থাকবে। তাঁর নাম হবে–"আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ।" (যিশাইয় ৯ ঃ ৬)

তিনি অবজ্ঞাত ও ত্যাজ্য, ব্যথা ও যাতনা সহ্য করলেন। এতই অবজ্ঞাত ছিলেন তিনি যে ফিরেও তাকায়নি কেউ তাঁর দিকে–আমাদের কাছে তাঁর কোন মূল্যই ছিল না। সত্য, আমাদের সমস্ত যন্ত্রণা তিনি তুলে নিয়েছেন। আমাদের সমস্ত ব্যথা তিনি বহন করেছেন। তবু আমরা মনে করেছি তাঁর এই যন্ত্রণা ঈশ্বর প্রদত্ত। কিন্তু তিনি আমাদেরই পাপের জন্য বিদ্ধ। আমাদের অপরাধের জন্য প্রহারিত। তাঁর কষ্টভোগ ও ক্ষতসকল দ্বারাই আমরা আরোগ্যলাভ করেছি। ভ্রান্ত মেষের মত বিপথে চলেছি। কিন্তু ঈশ্বর প্রভু, আমাদের সকলের অপরাধ তাঁর কাঁধে তুলে দিয়েছেন।

(যিশাইয় ৫৩ ঃ ৩-৬)

শান্তির রাজা, তথাপি অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত! এটা কি করে সম্ভব? তাঁকে গ্রহণ করে অনেকে শান্তি খুঁজে পেয়েছেন, কিন্তু অনেকের কাছে আজও তিনি পরিত্যক্ত।